উ ৎ স র্গ

প্রবাসী সকল কবি ও লেখকদের
দূরে থেকেও দেশের প্রতি ভালোবাসা ও উৎকণ্ঠা যাঁদের লেখনীতে প্রচন্ড প্রবল
দূরে থেকেও দেশের স্বপ্নগুলো যাঁদের কবিতায় অনেক সজীব, জীবন্ত ও আনন্দময়
অনুক্ষণ যাঁরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখছেন বহু দূরে, এই প্রবাসে

সম্পাদকীয়

'আকাশলীনা' উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাঙালী কবি ও লেখকদের একটি বাৎসরিক কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ২০০১ সালে, বাংলা ১৪০৮, পহেলা বৈশাখে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত 'আকাশলীনা'র পাঁচটি সংখ্যাই উত্তর আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়। এ বছর ২০০৬ সালে 'আকাশলীনা'র ষষ্ঠ সংখ্যাটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে বই আকারে 'বাংলা নববর্ষ-১৪১৩' তে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আমি খুবই আনন্দিত। সুরব্যাঞ্জন-এর কর্ণধার কবি ও লেখক শ্রদ্ধেয় সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা বইটি প্রকাশে তাঁর সার্বিক সহায়তার জন্যে।

উত্তর আমেরিকাতে আজ বহু বাঙালীর বাস। শুধু এখানে কোনো, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালীরা। এই ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সামনের টান এবং পেছনের ধাক্কা দুটোই কাজ করেছে। আজ থেকে এক দশক আগে যা কল্পনা করা যেতো না, এখন তাই সম্ভব হচ্ছে। অভিবাসী জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। অভিবাস জীবনের সকল প্রতিকুলতাকে অতিক্রম শুধু নয়, তীব্র প্রতিযোগিতাও করছেন বাংলাদেশীরা। তথ্য-প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর সময়ে সারা পৃথিবী হঠাৎ করে ছোট হয়ে এসেছে। দূরত্ব আর দূরত্ব নয়, দেশের সীমানা এখন একটি আনুষ্ঠানিকতার মতো।

বাংলাদেশ দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। কিন্তু আমাদের হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি দরিদ্রতম নয়। সারা বিশ্বের সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে বাঙালী সংস্কৃতি কিন্তু খুবই উঁচুতে। অর্থ ও সংস্কৃতি এক সূত্রে বাঁধা নয়। আমাদের একটি বড়ো ঐতিহ্য আছে, বড়ো সংস্কৃতি আছে, ধর্ম-নিরপেক্ষতা আছে। আমাদের এই সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালীদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব অনেক। আমাদের যে উৎস সেই উৎসের সংস্কৃতির সাথে সকল প্রবাসী বাঙালীদের উচিত নিজেদেরকে বহমান রেখে দেওয়া। গত ছয় বছরে 'আকাশলীনা'র সংখ্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে যেয়ে আমি অনুভব করেছি, বলা যায় আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, প্রবাসী কবি ও লেখকরা কোনো অংশে পিছিয়ে নন–তাঁরা প্রচন্ড ভালো লিখছেন। পাঠকরা তা আরও ভালো বিচার করতে পারবেন। এখন খুব প্রয়োজন প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলা–বাঙালী সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখা। এখানে, এই প্রবাসে, আমাদের একটি সমাজ তৈরি হয়ে গেছে। সেই আমাদের আশা-প্রত্যাশা আছে, প্রাপ্তির আনন্দ আছে, না-পাওয়ার হতাশা আছে, আছে স্বপ্ন, ভালোবাসা, লক্ষ্য আর সর্বোপরি প্রবাসের কঠিন জীবন-সংগ্রাম। নিরন্তর একটি সংস্কৃতির মেধা-মননের চর্চা করার মতো যদি একটি গোষ্ঠী বা পরিমন্ডল গড়ে না ওঠে, তাহলে তো যা কিছু অর্জন পরে সবটাই ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে যাবে। প্রবাসে এখন এতো ভালো লেখক, কবি, মেধাবী মানুষ আছেন যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মতো ঘটনা বা সাংস্কৃতিক গতিশীলতা সম্প্রাণ হয়ে থাকতে পারে–'আকাশলীনা' সাহিত্য সংকলনটি সে ধরনেরই একটি বোধ, আবেগ, ইচ্ছা বা স্বপ্নের ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

নিরন্তর ধন্যবাদ সকল প্রবাসী কবি ও লেখকদের, কাছের ও দূরের, যাঁরা শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসের এ যান্ত্রিক জীবনে লেখা পাঠিয়েছেন মনে করে, ভালোবেসে, বড়ো যত্ন করে–সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সংকলনটিতে লেখাগুলো লেখক ও কবিদের নামের বাংলা আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, অন্য কোনো মানদন্ডে নয়। আমার বিশ্বাস, লেখাগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। সব না হলেও অন্ততঃ একটি লেখাও যদি কারো ভালো লাগে, আমি আমার এ পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সফলতা মনে করবো।

ধন্যবাদ ও আমার আন্তরিক অভিনন্দন 'আকাশলীনা'র পৃষ্ঠপোষকতায় এবার যাঁরা ছিলেন, যাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত না হলে 'বাংলা নববর্ষে' বইটি প্রকাশ করা কঠিনই হতো। আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি। আপনাদের সহযোগিতা আমার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

শেষে শুধু বলবো, একটি জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। আর যুগ যুগ, শতবর্ষ ধরে যে সংস্কৃতির বীজ আমরা বহন করছি, তা শত বাধা-বিপত্তিতেও উপ্ত রয়ে যাবে আমাদের মনে–এই প্রবাসে, বা অন্য কোনোখানে, যতো দূরেই থাকিনা কেনো, সেই শেকড়ের সাথে সংযোগ যেনো কখনোই বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে–এই হোক প্রত্যয়!

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

কামরুন জিনিয়া
নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা। ১৪ই এপ্রিল, ২০০৬ ১লা বৈশাখ, ১৪১৩